আনন্দ পিকচার্সের নিবেদন

1-6-56

আনন্দ পিকচার্সের নিবেদন

অসমাপ্ত

প্রযোজক : শ্রীবিজয়েন্দ্র কুমার সিংহ
কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রতন চ্যাটার্জি
সঙ্গীত : অনুপম ঘটক, অনিল বাগচি,
দুর্গা সেন, নচিকেতা ঘোষ, ডাঃ ভূপেন হাজারিকা
নৃত্য পরিচালনা : শ্রীমতী প্রিয়ম হাজারিকা

চিত্রগ্রহণ : .... অনিল গুপ্ত
সম্পাদনা : .... রবীন দাস
শব্দগ্রহণ : গৌর দাস ও বাণী দত্ত
দৃশ্য সজ্জা : .... কার্ত্তিক বসু
রূপসজ্জা : .... শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থিরচিত্র : .... ভারতী চিত্রম

ব্যবস্থাপক : .... গিলু চৌধুরী
দৃশ্যাঙ্কন : ... আর্টিষ্টস্ ইউনিয়ন
অর্কেষ্ট্রা : .... ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা
ও ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
আলোক নিয়ন্ত্রণ : শান্তি সরকার
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : প্রমোদ সরকার

প্রধান সহকারী পরিচালক : রমেন মুখার্জি
প্রচার পরিচালনা : 'ক্যাপ্‌স' ও শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

★ সহকারিবৃন্দ ★

পরিচালনায় : অমল সরকার, বীরেন ভট্টাচার্য্য ও তপন দাস ★ চিত্রগ্রহণে : ননী দাস, জ্যোতি লাহা ও আশু দত্ত ★ সম্পাদনায় : তরুণ দত্ত ★ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধী নাগ ★ দৃশ্য সজ্জায় : শচীন মুখার্জি ★ রূপসজ্জায় : নৃপেন, শ্রীনিবাস ★ ব্যবস্থাপনায় : আশু গুহ ও কাশীনাথ ব্যানার্জি ★ সঙ্গীতে : হীরেন ঘোষ ও জয়ন্তী

★ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি,
আল্পনা ব্যানার্জি, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, বাসন্তী ঘোষাল, বাঁশরী লাহিড়ী
হেমন্ত মুখার্জি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সতীনাথ মুখার্জি, বিনয় অধিকারী
মৃণাল চক্রবর্ত্তী, অপরেশ লাহিড়ী, মণ্টু ঘোষ, ও ডাঃ ভূপেন হাজারিকা

★ বাদ্য যন্ত্রে ★

তব্‌লা : প্রোঃ আল্লারাখা, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, জনাব কেরামতুল্লা ও রাধাকান্ত
সেতার : নিখিল ব্যানার্জি ● সারেঙ্গী : জনাব সাগিরুদ্দীন ● হারমোনিয়মঃ টি বালসারা

★ গীত রচনায় ★

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত, পণ্ডিত হরিচরণ
হীরেন বসু, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

নিউ থিয়েটার্স, ইন্দ্রপুরী ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

★ পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ ★

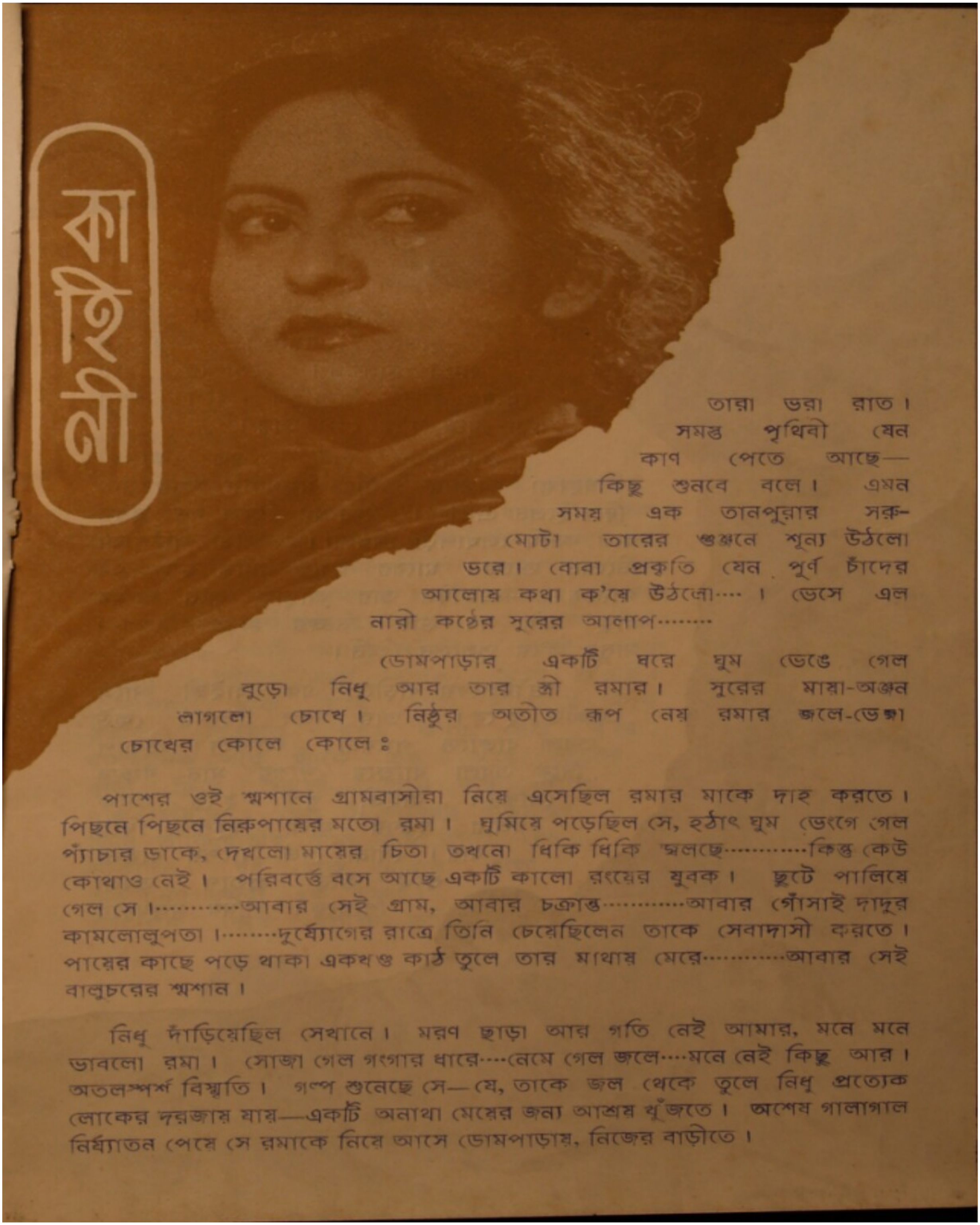

কাহিনী

তারা ভরা রাত। সমস্ত পৃথিবী যেন কাণ পেতে আছে— কিছু শুনবে বলে। এমন সময় এক তানপুরার সরু-মোটা তারের গুঞ্জনে শূন্য উঠলো ভরে। বোবা প্রকৃতি যেন পূর্ণ চাঁদের আলোয় কথা ক'য়ে উঠলো····। ভেসে এল নারী কণ্ঠের সুরের আলাপ·········

ডোমপাড়ার একটি ঘরে ঘুম ভেঙে গেল বুড়ো নিধু আর তার স্ত্রী রমার। সুরের মায়া-অঞ্জন লাগলো চোখে। নিষ্ঠুর অতীত রূপ নেয় রমার জলে-ভেজা চোখের কোলে কোলেঃ

পাশের ওই শ্মশানে গ্রামবাসীরা নিয়ে এসেছিল রমার মাকে দাহ করতে। পিছনে পিছনে নিরুপায়ের মতো রমা। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল প্যাঁচার ডাকে, দেখলো মায়ের চিতা তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে············কিন্তু কেউ কোথাও নেই। পরিবর্তে বসে আছে একটি কালো রংয়ের যুবক। ছুটে পালিয়ে গেল সে।············আবার সেই গ্রাম, আবার চক্রান্ত············আবার গোঁসাই দাদুর কামলোলুপতা।·········দুর্য্যোগের রাত্রে তিনি চেয়েছিলেন তাকে সেবাদাসী করতে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা একখণ্ড কাঠ তুলে তার মাথায় মেরে············আবার সেই বালুচরের শ্মশান।

নিধু দাঁড়িয়েছিল সেখানে। মরণ ছাড়া আর গতি নেই আমার, মনে মনে ভাবলো রমা। সোজা গেল গংগার ধারে····নেমে গেল জলে····মনে নেই কিছু আর। অতলস্পর্শ বিস্মৃতি। গল্প শুনেছে সে—যে, তাকে জল থেকে তুলে নিধু প্রত্যেক লোকের দরজায় যায়—একটি অনাথা মেয়ের জন্য আশ্রয় খুঁজতে। অশেষ গালাগাল নির্য্যাতন পেয়ে সে রমাকে নিয়ে আসে ডোমপাড়ায়, নিজের বাড়ীতে।

ভাল হ'লে এরা তাকে ছাড়তে চেয়েছিল, কিন্তু সে এদের ছাড়েনি। ডোমের অন্ন খেয়ে জাত গিয়েছিল বলে নিধুর সংগে বিয়ে হ'য়ে গেল তার।

তারপর? প্রতাপ এল কোলে। মহাত্মা ডাক্তার অমিয় মজুমদার তার নাম দিয়েছিলেন প্রতাপ। ডোমের ছেলে বড় হ'য়ে বলে আমি লেখাপড়া শিখবো। কোনো পাঠশালা নিলোনা তাকে। মায়ের কাছে সমাপ্ত হ'ল বর্ণ পরিচয়।.....একদিন তার আবৃত্তি শুনে অমিয় বাবু তার সব ভার নিজের হাতে নিলেন। মানুষ ক'রে তুললেন তিনি।

ভোঁদলদের বাড়ীতে এক বাইজী আসে তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে। তার সংগে দেশের কেউ তবলা বাজাতে পারেনা। আশ্চর্য্য! প্রতাপ গিয়ে তবলা বাজিয়ে দেশের মান বাঁচায় সেদিন। বাইজী খুশী হ'য়ে তাকে গলার মুক্তার মালা বক্শীষ দিয়ে যায়। শোনা গেল—বাপের বাজনা শুনে শুনে প্রতাপ তবলা শিখেছে। অমিয় মজুমদার

প্রতাপকে নিয়ে গেলেন চকে তোতা ওস্তাদের কাছে। ভারতের সব চাইতে বড় লয়বিদ্। তিনি সব কথা শুনে প্রতাপকে শিষ্য করলেন। উজাড় ক'রে দিলেন নিজের ঘরোয়ানা ঐশ্বর্য্য।

সেই সময় কোলকাতা থেকে ডাক এল ওস্তাদজীর নিখিল বংগ মহামিলনে যোগ দেবার জন্য। যুবক প্রতাপকে নিয়ে তিনি গেলেন। আধুনিক বাংলার সব চাইতে বড় গাইয়ে কুমারী বনজা মজুমদারের সংগে বাজিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলো প্রতাপ। বনজা উল্লসিত হ'য়ে তার হাত ধরে বললো—ধন্য শিল্পী, ধন্য। এমন বাজনা আমি কখনো শুনিনি। আড়ষ্ট প্রতাপ অস্ফুটে বললো—এমন গানও আমি শুনিনি। কোলকাতা থেকে ফিরে তোতা সাহেবের অসুখ করলো। দিনরাত পরিশ্রম ক'রে, সেবা ক'রে মাসখানেক পরে তাঁকে সুস্থ ক'রে প্রতাপ বাড়ী ফিরে শুনলো—ডাক্তার বাবু খোঁজা-খুঁজি করেছেন। গেল সে অমিয়র বাড়ীতে। তিনি তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অসামান্যা সুন্দরী এক তরুণী। সে প্রতাপকে দেখে বললো—তুমি!

মোহাবিষ্টের মতো বললো—তুমি!

মেয়েটি বনজা। বিপত্নীক অমিয় ডাক্তার তাঁর কন্যাকে কোলকাতায় মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন লেখাপড়া শিখতে। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছে বনজা কিন্তু প্রতাপ যে ডোম!

সমস্ত পৃথিবী একদিকে.....আর গান তাল একদিকে। একদিকে মহেশ্বর মুখুজ্যের জটিল জাল, আর একদিকে অমিয় মজুমদারের বিশ্বমানবতা। একদিকে মানুষ, একদিকে জাতি। একদিকে প্রেম, আর একদিকে মানুষ, আর একদিকে যুগসঞ্চিত সংকোচ.....

হে ডোমের ভাগ্যবিধাতা, আজ এই গৃহে সমাগত দর্শকবৃন্দকে তুমি প্রতাপ-বনজার এই আশ্চর্য্য কাহিনী বলো "অসমাপ্ত" চিত্রের মাধ্যমে....। তুমি যাকে বিচার ক'রে সমাপ্ত করেছ—দুর্ব্বল মানুষ আমরা, তাকেই বলি—

"আপ্ত"

★ রূপে ★

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, রেণুকা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, ছন্দা দেবী, জয়শ্রী সেন, প্রীতিধারা, অনুশীলা, জ্ঞানদা কাকতী, তারা ভাদুড়ী

ছবি বিশ্বাস (অতিথি), পাহাড়ী সান্যাল (অতিথি), অজিত গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, নীতীশ মুখার্জি, অসিতবরণ, গুরুদাস ব্যানার্জি, দীপক মুখার্জি, অনুপকুমার, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চ্যাটার্জি, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, বেচু সিংহ, মাঃ বিভু, ধীরাজ দাস, ভানু রায়, প্রীতি মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, ক্ষিতীশরঞ্জন, অমর বসু, দ্বারিকা ঘোষ, জীবন গোঁসাই, প্রহ্লাদ গাঙ্গুলী, বিশু ব্যানার্জি, ভানু, বৈদ্যনাথ, রামগোপাল, হিমাংশু প্রবীরকুমার কাবেরী বসু

সঙ্গীত

[এক]

কান্দো কেনে মন রে,
আঁধার আলোর এই যে খেলা
এইতো জীবন রে।

সূর্যি আছে চান্দা আছে
কুসুমেতে ভোমরা নাচে—
গ্রীষ্ম আছে ফাগুন আছে
আছেরে শ্রাবণ—
সবইতো জানোরে তবু
কান্দো কেনে মন রে।

কান্না আছে আছে হাসি —
চোখে আছে শ্যামের বাঁশী
চোখের মাঝে আছে ওরে
কাশী বিন্দাবন— ।

আলতা আছে সিন্দুর আছে
কাঁকন আছে
নুপুর আছে
ডাগর চোখের
কাজলেতে আছেরে স্বপন।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর – নচিকেতা ঘোষ
কণ্ঠ—হেমন্ত কুমার

[দুই]

প্রেম করা কি জ্বালা গো, প্রেম করা কি জ্বালা।
বিষের জ্বালায় জ্বলে মলাম, অঙ্গ ঝালা পালা।।

গলায় পোরয়্যা প্রেমের ফাঁসী,
শিব হয়্যাছে শ্মশানবাসী
শিব সোহাগী গৌরী পরে গলায় মুণ্ড মালা।

শুন শুন ও রমনী,
প্রেম কোরোনা ওগো ধনি—
কালার কালো কালিদহে
ডুব দিওনা বালা।

বেজো দাসের এ মিনতি—
প্রেমের খেলা মন না মতি
বুকের দুয়ার খুলয়্যা দিয়া
মুখে লাগাও তালা।

কথা— বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সুর— শ্রীঅনিল বাগচী
কণ্ঠ— ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

[তিন]

কন্যা তোমার কাজল ধুলো কিসে।
কোন বেহায়া খোঁপা খুলে,
কুসুম দিলো এলো চুলে,
লাল হলো গাল ছাঁচিপানের
কোন রাঙ্গা রস মিশে!

সাধুজনের একী লীলে
রঙ্গের ছটা অঙ্গে দিলে
পিদীম নেভায় ফুঁ দিয়ে কে
ভুল হলো তাই দিশে!

কলঙ্কেরি ভয় করিনে,
কলঙ্ক মোর কেশ,
আহা কলঙ্ক মোর কেশ
কলঙ্কিনী নাম রটেছে
রূপ হয়েছে বেশ;

নষ্ট চাঁদের মুখ দেখে ঐ
কালীদহে ঝাঁপ দিনু সৈ
ঠাণ্ডা শীতল জলে আমার দাহন হলো শেষ,—
সুখ হয়েছে বেশ।

ভরা দেহ জ্বলতেছিল
কাল ফণীর বিষে,
শুনো সুজন কাজল ধুলো কিসে—
সুজন তোমার ভালবাসার বিষে—।

ঘোর কলিতে দেখব কতই
ঘোর লেগে যায় ভাবি যতই
মন মজাল কলির কালা
বাঁশীতে না শিষে—।

এই ঝিয়ারী এই ছাওয়ালে—
যে পিরীতির নাও বওয়ালে—
এমন ধরন দেখেনি কেউ
বাপথুড়ো কি পিসেরে—
পিরীম নেভায় ফুঁ দিয়ে কে
ভুল হল তাই দিশে।

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর—ডাঃ ভূপেন হাজারিকা
কণ্ঠ—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
অপরেশ লাহিড়ী,
বাঁশরী লাহিড়ী,
বিনয় অধিকারী প্রভৃতি।

[চার]

মোহন মুরলীয়া বাজ রহিরে—
শাঁবরী সুরতিয়া মনকো ভাইরে—
বরষত বাদর চমকত বিজুরী—
তোরে বিনা এ মুরলীয়া—
তরপত বাবরী
মোরী ধীরজকাহে চুরাইরে—
শাঁবরী সুরতিয়া মনকো ভাইরে
মোহন মুরলীয়া বাজ রহিরে।

কথা—পণ্ডিত হরিচরণ
সুর— অনুপম ঘটক
কণ্ঠ—কৃষ্ণা গাঙ্গুলী

[পাঁচ]

বাউরী হয়েছে আজ শ্রীরাধা।
শ্যামল বাদল মেঘে শ্যামরূপ চিতে জাগে
কৃষ্ণ অনুতে তার তনুটি বাঁধা—
নয়ন কাজল কোলে বিজলী খেলে
নয়নানন্দ সাথে নয়ন মেলে,

চরণের মঞ্জিরে মত্ত ময়ূরী ফিরে,
মনপুর মন্দিরে বেনুটি সাধা।

কথা—হীরেন বসু
সুর—অনুপম ঘটক
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

[ছয়]

এতো জানিনি কোনদিন,
জীবন এত সুন্দর হবে।
শুধু দোল দোল একি হিল্লোল,
একি সুর জাগে আজ হৃদয়েরই এই উৎসবে।।
এ গান আমার যায় ভেসে যায়
জানিনা কে ডাকে
কোথায় সে থাকে,
দেখা হলে ওগো, আমারে সেকি
ভালবেসে চিনে লবে
হাওয়ার মতই প্রাণে আমার
সে শুধু সুর আনে
তারে হৃদয় জানে—
এত কাছে থেকে তবুও সেকি
চিরদিনই দূরে রবে।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—অনুপম ঘটক
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

[সাত]

মনোবীণা বাজে,
আজি কাহারে পেয়ে সাথে।
সুরভি সুধা ভরা মাধবী জাগা রাতে।।
গোপন অনুরাগে পুলক দোলা লাগে
স্বপন মায়া ঝরে আবেশে আঁখিপাতে
জ্বালায়ে অনিমিখা, মিলন দীপশিখা
হিয়া যে সুরে সুরে গানেরই মালা গাঁথে
স্বপন মায়া ঝরে আবেশে আঁখি পাতে।

কথা—শ্যামল গুপ্ত
সুর—অনিল বাগচী
কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

[আট]

রিমিকি ঝিমিকি ছন্দে যমুনায় কে যায়,
কনক-কলস কাঁখে অলস পায় পায়।
রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি বাজে কিঙ্কিনী
বলে চিনি, চিনি,
অপরূপ মঞ্জি কিবা শ্রীমতীর রূপ বিভা
ময়ূরী হেলায় গ্রীবা তাহি পানে চায়।
তার নয়ন কমল কলি, তারি পরে দুটি অলি
অকারণে শুধু ছলি, কি যে সুখ পায়।
তার শিথিল কবরী হতে, গরবী করবী ঝরে,
বাঁশরীর তালে তালে, নাগরী গাগরী ভরে।।
নীল শাড়ী নিঙ্গারিয়া, চলিছে মাধব প্রিয়া
দুরু দুরু করে হিয়া, হায় একি দায়।।
আর জাগে হাসি আঁখি কোণে,
অভিসার সুখ মনে
কান পেতে শুধু শোনে, পিককুল গায়।।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—নচিকেতা ঘোষ
কণ্ঠ—লতা মুঙ্গেশকর

[নয়]

বোলো ভাঁড় বোল—
বোল ভাঁড় বোল ভাঁড় বোল ভাঁড় বোলোরে ভাই।
ভদ্র ঘরের কেচ্ছা শুনয়্যা, লাজে মরে যাই॥
বালুচরের দখিন পাড়ায় এক যে চিকিচ্ছক,
ফর্সা দেখে ডোমের ব্যাটায় পুষতে হলো সখ,
নিজের মেয়ে থাকলো পোরয়্যা সহর কলিকাতায়
পড়তে শিখে ডোমের ব্যাটার পালটে গেল ভোল।
বালুচরের লোকেরা সব অবাক হয়ে ভাবে
জাতের মাথায় ঝাড়ু মেরয়্যা বিহাট হয় কবে।
বাপ দেখেনি রামনবমী ছেলয়্যা লাগায় দোল
মথুরাতে কাঁসি বাজাই বিন্দাবনে ঢোল—
বোলো ভাঁড় বোল।

কথা—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সুর—দুর্গা সেন
কণ্ঠ—তুলসী চক্র, দুর্গা সেন প্রভৃতি

[এগার

গাঁয়ের ঝিয়ারী, স্বপন সুন্দরী
প্রাণের দেউল ছেড়ে,
এই মাটীর কুটীর ছেড়ে,
কার প্রাসাদের পানে ধায়॥
চরণে বাজে মল রিনিঝিনিয়া,
আঁখি দুটি তার ছলছলিয়া,
মনের মানুষটিরে খুঁজি,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।

কথা—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সুর ও কণ্ঠ—ডাঃ ভূপেন হাজারিকা

[দশ]

পূর্ণিমা নয় এ যেন রাহুর গ্রাস।
এ যেন গো সেই মরুতে হারানো নদীর
দীরঘ শ্বাস।

এ হাসি শুধু যে কাঁদার
আলো নয় এতো আঁধার
মুকুলেই যেন ফুরালো ফুলের, ফুটিবার অভিলাষ॥
প্রদীপেরে ভালবেসে প্রজাপতি শুধু জ্বলে
জানি চিরদিনই প্রেমের এ খেলা চলে—
আকাশের ঝরা তারায়
যে হাসি নীরবে হারায়
জানি তারই মাঝে জেগে রয় শুধু
নিয়তির পরিহাস॥

কথা— গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—নচিকেতা ঘোষ
কণ্ঠ—লতা মুঙ্গেশকর

প্রভাত প্রডাকসনের
মমতা
পরিচালনা : প্রভাত মুখার্জি
* রূপায়ণে : *
অরুন্ধতী, বলরাজ সাহানী
মঞ্জু দে, দীপক মুখার্জি
ও বেবী রাধা

এ, ডি, পিকচার্সের
রুদ্র
পরিচালনা : সতীশ দাসগুপ্ত
সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জি
* রূপায়ণে *
অমিতা দেবী, মলিনা, চন্দ্রাবতী,
ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার,
সন্তোষ সিংহ, শিশির বটব্যাল
ও শিখারাণী বাগ

প্রভাত প্রডাকসনের
মা
পরিচালনা :
প্রভাত মুখার্জি
সঙ্গীত :
নির্ম্মল ভট্টাচার্য
* রূপায়ণে *
অরুন্ধতী, চন্দ্রাবতী,
সাবিত্রী চ্যাটার্জি
বিনতা রায়, অসিতবরণ
ও শিশির বটব্যাল

মেট্রোপালটান পিকচার্সের
মানময়ী গার্লস স্কুল
রচনা : রবীন মৈত্র
রূপায়ণে : বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র অলঙ্করণে : শিল্পী ● মুদ্রাঙ্কণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩